''মনন শকিত আর মগ্ন স্থিতি''

আজ, ডবল মুকুটধারী ও ডবল রাজ্য অধিকারীর রূপকার বাবা নিজের ডবল বিদেশি বিশেষ বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন l বাপদাদা দেখছেন যে চারিদিকের ডবল বিদেশি স্নেহী, সহযোগী, সদা সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্নেহ আর সেবা উভয়কেষৎের করমাগত এগিয়ে যাচ্ছে l প্রৎেযকের মনে এই উৎসাহ - বাবার প্রৎযকষতার পতাকা উৎেতালন আমাদেরই করতে হবে l উৎসাহের কারণে, সঙ্গামযুগের প্রতিদিনই উৎসব অনুভব করতে করতে তোমরা নিরন্তর উড়ে চলেছ, কারণ যেখানে সবসময় উৎসাহ আছে, তা' স্মরণের দ্বারা বাপদাদার সাথে মিলন উদযাপন হোক, বা সেবা দ্বারা প্রৎযকষ ফল প্রাপ্ত হওয়ার অনুভবের উৎসাহে হোক, এই দুই উৎসাহ প্রতিদিনের প্রতিটা মুর্হূত উৎসবের অনুভব করায় l দুনিয়ার লোকে উৎসবের বিশেষ দিনে উৎসাহের অনুভব করে, কিন্তু বরাহমণ আৎমাদের জন্য সঙ্গামযুগই উৎসাহের যুগ l প্রতিদিন নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরমানন্দের অনুভব আপনা থেকেই হতে থাকে l সেইজন্য সঙ্গামযুগের প্রতিদিন খুশির ভোজন খায়, বাবার দ্বারা অনেক প্রাপ্তির গুণ গাইতে গাইতে ডবল লাইট হয়ে সদা উৎসাহে নাচতে থাকে l উৎসবে লোকে কী করে ? খায়, গান গায় আর নাচে l এখন বিদেশে ৎরীস্টমাস উদযাপনের বিশেষ প্রৎস্তুতি নিচ্ছে l তারা খাবে, গাইবে, বাজনা বাজাবে আর নাচবে, তাই না ! আর মিলন উদযাপন করবে l তোমরা প্রতিদিন কী করো ? অমৃতবেলা থেকে নিয়ে রাত র্পযন্ত এই কাজই তো করো, তাই না ! সেবাও করো, সেবা র্অথাৎ জ্ঞান ডযান্স করো l বাপদাদার গুণের গীত আৎমাদের শোনাও l সুতরাং তোমরা রোজ উৎসব পালন করো, তাই না ? কোনো দিনও এইরকম হয় না যে প্রকৃত বরাহমণ এই র্কায না করে l সঙ্গামযুগের প্রতি দিন উৎসাহে ভরা উৎসবের দিন l তারা তো এক-দু'দিন উদযাপন করে l কিন্তু বাপদাদা সব বরাহমণ বাচ্চাদের এমন শ্রেষ্ঠ বানান, এমন গোল্ডেন গিফট দেন, যাতে তোমরা সদার্সবদার জন্য সম্পন্ন, সদা পরির্পূণ হয়ে যাও l তারা ৎরীস্টমাসের দিনের অপেকষা করে, খৃস্টমাস ফাদার এসে আজ গিফট দেবেন l তারা ৎরীস্টমাস ফাদারকে স্মরণ করে আর তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, যিঁনি তোমাদের কিশমিশের মতো মিষ্টি বানান l তোমরা এত গিফট পাও যে ২১ জন্মের জন্য র্দীঘস্থায়ী হয় l আর সেই সব বিনাশী গিফট অল্প সময়ের স্থায়িৎবকালে সমাপ্ত হয়ে যাবে, এই অবিনাশী গিফট অনেক জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে l তারা যেমন ৎরীস্টমাস টির সাজায়, বাপদাদা এই অসীম ওর্য়াল্ড টিরতে তোমরা সব ঝলমলে নকষৎরকে, ধরিৎরীর শ্রেষ্ঠ সব সঙ্গামযুগী নকষৎরকে অবিনাশী লাইট - মাইট স্বরূপে স্থিত হওয়ার অনুভব করান l তাদেরও স্টারে বিশ্বাস আছে, তারা স্টার সাজায় l তোমরা সব স্টারের স্মারক চিহ্ন, তারা ঝলমলে স্থূল লাইটের রূপে দেখায় l হয় তারা লাইট দিয়ে সাজায়, অথবা ফুল দিয়ে সাজায়, এটা কিসের স্মরণিক ? অধযাৎম, সুগন্ধিত ফুল, তোমরা সব বরাহমণ আৎমার স্মৃতিচিহ্ন l এই সব উৎসব তোমরা সব বরাহমণ আৎমার উৎসাহ ভরা উৎসবের স্মরণিক l সঙ্গামযুগে কল্পবৃকেষর ঝলমলে নকষৎর, রূহানী গোলাপ তোমরা বরাহমণ আৎমারা l নিজেরাই নিজেদের স্মরণিক দেখছ ! অবিনাশী বাবার দ্বারা অবিনাশী রৎন হয়ে ওঠো, সেইজন্য অন্তিম জন্ম র্পযন্ত নিজেদের স্মরণিক দেখছ l ডবল রূপের স্মারকচিহ্ন দেখছ l সঙ্গামযুগের রূপের স্মৃতিচিহ্ন বিভিন্ন রূপে ও রীতিতে দেখায় এবং দ্বিতীয়তঃ, তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ দেবতা-পদের স্মরণিক দেখছ l না শুধু নিজ-রূপের স্মরণিক দেখ, বরং তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আৎমার শ্রেষ্ঠ কর্মেরও স্মারকচিহ্ন দেখ l বাবা আর বাচ্চাদের চরিৎেররও স্মারক আছে l সুতরাং নিজেদের স্মরণিক দেখে সহজে স্মরণে এসে যায় যে প্রতি কল্পে আমরা এইরকম বিশেষ আৎমা হয়ে উঠি l হয়েছিলাম, হয়েছি আর পরেও হতে থাকব l

যারা সদা স্মরণে থাকে, যাদের স্মরণিক এই সময়ে বিদ্যমান, এমন বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হচ্ছেন l যারা স্মরণে থাকে এই স্মরণিক তাদের l তোমরা স্মরণের মহৎেৎবর স্মরণিক দেখছ l সুতরাং ডবল বিদেশি বাচ্চারা তাদের নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন দেখে খুশি হয়, তাই না ! বাপদাদার ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে ডবল খুশি হয়, কেন ? প্রথমতঃ, তোমরা র্পূব কল্পের বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কোণে কোণে হারিয়ে গেছিলে, আবারও একসাথে মিলিত হয়েছ l হারিয়ে যাওয়া জিনিস যদি ফিরে পাওয়া যায় তাহলে খুশি তো হয়ই, তাই না ! বাবা তো সব বাচ্চাকে দেখে খুশি হন, তারা ভারতবাসী হোক বা বিদেশি l দ্বিতীয়তঃ, ডবল বিদেশি বাচ্চারা যারা ভিন্ন র্ধম, ভিন্ন রীতি-রেওয়াজের র্পদার অন্তরালে থেকেও সেই র্পদা সহজে সমাপ্ত করে এখন বাবার হয়ে গেছে l র্পদা সরানোর সেই বিশেষৎব তাদের l র্পদার অন্তরালে থেকেও বাবাকে জানার বিশেষৎব ডবল বিদেশিদের l সুতরাং সেটা তো ডবল খুশিই হলো, তাই না ! ডবল বিদেশি বাচ্চাদের নিশ্চয় আর নেশা নিজস্ব, অলৌকিক l আজ চারিদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের, বিশেষভাবে যারা সদা উৎসাহে থাকে, প্রতিটা দিনকে উৎসবের দিন হিসেবে পালন করে, বরদাতা বাবার থেকে প্রতিদিন বিশেষ বরদান বা বিশেষ আর্শীবাদ নেওয়ার জন্য বাপদাদা দরাজ হৃদয়ে তাদেরকে বড় দিনের জন্য ডায়মন্ড গিফট দিচ্ছেন - 'সদা উৎসব ভরা জীবন ভব', 'সদা সহজ উড়তি কলার অনুভাবী শ্রেষ্ঠ জীবন ভব'l আচ্ছা !

আজ বাপদাদা বতনে তিন প্রকার বাচ্চাদের দেখছিলেন l কোন্ তিন প্রকারের দেখেছেন ? ১) র্বণনকারী, ২) মননকারী, ৩) যারা অনুভবে মগ্ন থাকে l এই তিন প্রকার বাচ্চাদের তিনি দেশ-বিদেশের সব বাচ্চাদের মধেয দেখেছেন l র্বণন করে এমন বরাহমণ অনেক দেখেছেন, মনন

করে এমন বাচ্চা মাঝামাঝি সংখ্যায় দেখেছেন, অনুভবে যারা মগ্ন থাকে এমন বাচ্চাদের দেখেছেন মননকারীদের থেকেও কম সংখ্যায় l র্বণন করা অতি সহজ, কারণ ৬৩ জন্মের সংস্কার l এক হলো শোনা, দুই, যা শুনছ সেটাই র্বণন করা - এটাই তোমরা করে আসছ l ভকিত র্মাগ হলো শোনা এবং কীর্তন ও প্রার্থণার মাধ্যমে র্বণন করা l সেইসঙ্গে দেহ-অভিমানে আসার কারণে র্বথ বলার কঠোর সংস্কার রয়েছে l যেখানে র্বথ বোল, সেখানে বিস্তার আপনা থেকেই হয় l স্বচিন্তন অর্ন্তমুখী বানায়, পরচিন্তন র্বণন করার বিস্তারে নিয়ে যায় l সুতরাং তোমাদের অনেক জন্মের র্বণন করার সংস্কার থেকে যাওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ জীবনেও তোমরা যখন অজ্ঞান থেকে পরিবর্তিত হয়ে জ্ঞানমার্গে এসে যাও, জ্ঞান র্বণন করাতে তোমরা তাড়াতাড়িই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠো l যারা র্বণন করে, তারা র্বণন করার সময় র্পযন্তই খুশি বা শকিত অনুভব করে, কিন্তু সদাকালের জন্য নয় l মুখে জ্ঞান-দাতার র্বণন করার কারণে শকিত আর খুশি, জ্ঞানের এই প্রৎযকষ ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু শকিতশালী স্বরূপ, সদা খুশি স্বরূপ হতে পারে না l তবুও জ্ঞান-রৎন এবং ভগবানুবাচ তথা ভগবানের শ্রীমত থাকার কারণে যথাশকিত প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে যায় l

যারা মনন করে তারা যা শুনছে, তা' সবসময় মনন ক'রে নিজেরা সেই জ্ঞানের পয়েন্টের স্বরূপ হয়ে যায় l যাদের মনন শকিত আছে তারা গুণ-স্বরূপ, শকিত-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ আর স্মরণ-স্বরূপ নিজে থেকেই হয়ে যায়, কারণ মনন করা র্অথাৎ বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের ভোজন হজম করা l যেমন, স্থূল ভোজন যদি হজম না হয় তাহলে শকিত তৈরি হয় না, শুধু মুখ-স্বাদন হয়েই থেকে যায় l সে'রকমই র্বণনকারীর জ্ঞানও শুধুমাৎর মুখের র্বণন র্পযন্তই থেকে যায় l কিন্তু অন্যরা শকিতশালী হয়ে যায়, যখন তাদের বুদ্ধি মনন শকিত দ্বারা সেই জ্ঞান ধারণ করে নেয় l

যাদের মনন শকিত আছে তারা সব বিষয়ে শকিতশালী আৎমা হয়ে যায় l যারা মনন করে তারা সদা স্ব-চিন্তনে বিজি থাকার কারণে মায়ার অনেক বিঘন থেকে সহজে মুকত হয়ে যায়, কারণ বুদ্ধি বিজি থাকে l সুতরাং বিজি দেখে মায়াও দূরে সরে যায় l দ্বিতীয় বিষয় হলো, মননের দ্বারা আৎমারা শকিতশালী হওয়ার কারণে স্ব-স্থিতি কোনো পরিস্থিতিতে তাদের পরাজয় অনুভব করতে দেবে না l সুতরাং যাদের মনন শকিত থাকে তারা অর্ন্তমুখী, যার ফলে তারা সদা খুশি থাকে l যর্থাথ সময়ে শকিতকে কার্যে প্রয়োগ করার শকিত থাকার কারণে তারা মায়া থেকে মুকত র্অথাৎ যেখানে শকিত সেখানে মায়া-মুকিত l সুতরাং এইরকম বাচ্চারা বিজয়ী আৎমাদের লিস্টে আসে l

তৃতীয় রকমের বাচ্চারা সদা সকল অনুভবে মগ্ন থাকে l মনন করা, সেকেন্ড স্টেজ, কিন্তু মনন করার সময় মগ্ন থাকা, র্ফাস্ট স্টেজ l যারা মগ্ন থাকে তারা আপনা থেকেই নির্বিঘন তো থাকেই, উপরন্তু তার থেকেও উঁচু বিঘন-বিনাশক হওয়ার স্থিতি থাকে র্অথাৎ তারা নিজেরা নির্বিঘন থেকে বিঘন-বিনাশক হয়ে অন্যদেরও সহযোগী হয় l অনুভব সবচাইতে বড় অথরিটি l অনুভবের অথরিটির দ্বারা বাবা সমান মাস্টার আলমাইটি অথরিটির স্থিতি অনুভব করে l যারা মগ্ন অবস্থায়, তারা নিজেদের অনুভবের আধারে অন্যদের নির্বিঘন বানানোর একসাম্পল হয়, কারণ র্দুবল আৎমারা তাদের অনুভব দেখে নিজেরা মনোবল পায় আর উৎসাহী হয়ে ওঠে - আমরাও এইরকম হতে পারি l যে আৎমারা মগ্ন থাকে তারা বাবা সমান হওয়ার কারণে আপনা থেকেই সহজে অসীম বৈরাগ্য বৃৎিতর, অসীমের সেবাধারী আর অসীম প্রাপ্তির নেশায় থাকে l মগ্ন থাকা আৎমারা সদা র্কমাতীত র্অথাৎ র্কমবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র আর সদা বাবার প্রিয় হয় l

মগ্ন আৎমা সদা তৃপ্ত আৎমা, সন্তুষ্ট আৎমা, সর্ম্পূণতার অতি নিকটর্বতী আৎমা l সদা অনুভবের অথরিটির কারণে তারা সহজ যোগী, স্বতঃ যোগীর মতোই শ্রেষ্ঠ জীবনের ও স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় হওয়ার জীবন অনুভব করে l তাদের মুখে সেই অনুভবের বোল হওয়ার কারণে তারা মানুষের হৃদয়ে সমাহিত হয়, সেকেষৎের, র্বণনকারীদের বোল তাদের মস্তক র্পযন্তই বসে l তাহলে বুঝেছ, র্ফাস্ট স্টেজ কি ? মননকারীও বিজয়ী, কিন্তু সহজ আর সদার মধ্যে প্রভেদ আছে l যারা মগ্ন থাকে তারা সদা বাবার স্মরণে সমাহিত হয়ে থাকে l সুতরাং অনুভব বাড়াও, কিন্তু প্রথমে র্বণন থেকে মননে এসো l মনন-শকিত, মগ্ন-স্থিতিকে সহজে প্রাপ্ত করায় l মনন করতে করতে অনুভব নিজে থেকেই বাড়তে থাকবে l মনন করার অভ্যাস অতি আবশ্যক l সেইজন্য মনন শকিতকে বাড়াও l শোনা আর শোনানো তো অতি সহজ l যাদের মনন শকিত থাকে এবং অনুভবে মগ্ন থাকে তারা সদা পূজ্য ; র্বণনকারী শুধু গায়নযোগ্য হয় l সুতরাং, সদা নিজেকে গায়ন-পূজন যোগ্য বানাও l বুঝেছ ? এই তিন রকমই সেবাধারী, কিন্তু সেবার প্রভাব নম্বর-অনুকরমে l নম্বর-করম হ'য়োনা, নম্বর ওয়ান হও l আচ্ছা !

যারা, সদা নিজেদের ডবল রাজ্য অধিকারী, ডবল মুকুটধারী শ্রেষ্ঠ আৎমা অনুভব করে, সদা মনন-শকিত দ্বারা মগ্ন হওয়ার স্থিতি অনুভব করে, সদা বাবা সমান অনুভাবী, মাস্টার আলমাইটি অথরিটি স্থিতির অনুভাবী-র্মূত হয়, সদা নিজের শকিতশালী পূজ্য স্থিতি প্রাপ্ত করে, সে'রকম নম্বর ওয়ান, সদা বিজয়ী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার l

'বিদেশি ভাই-বোনেদের গ্রুপের সাথে '

বিদেশে থেকে তোমাদের স্বদেশ, স্ব-স্বরূপের স্মৃতিতে সদার্সবদা থাকো তোমরা ? বাবা যেমন পরমধাম থেকে এই পুরানো পরদেশে

আসেন, ঠিক সে'রকমই তোমরা সকলেও পরমধাম নিবাসী শ্রেষ্ঠ আৎমারা, সহজযোগী আৎমারা এই সাকার শরীরে প্রবেশ করে বিশ্বের কার্যার্থে নিমিৎত, এইরকম অনুভব করো তোমরা ? তোমরাও অবতরিত বরাহমণ আৎমা l শূদ্র জীবন সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমরা শুদ্ধ বরাহমণ আৎমা l বরাহমণ কখনো অপবিৎর হয় না l বরাহমণ র্অথাৎ পবিৎর l তোমরা তো বরাহমণ, নাকি মিকস ? যারা দু' নৌকায় পা রাখে তোমরা তাদের মতো নও l একই নৌকায় তোমাদের দুই পা থাকে l তাইতো বরাহমণ আৎমারা অবতরিত আৎমা l যাই হোক, যে আৎমারা অবতার হয়ে এসেছে, তারা অবতার রূপেই প্রসিদ্ধ, তারা কিসের জন্য আসে ? শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য l তাহলে তোমরা সব অবতারের কাজ কী ? বিশ্ব পরিবর্তন করা, রাতকে দিন বানানো, নরককে স্বর্গ বানানো l এত বড় কার্য করার জন্যই তোমরা অবতরিত হয়েছ র্অথাৎ বরাহমণ হয়েছ l এই কাজ তোমাদের মনে থাকে তো, তাই না ? লৌকিক সার্ভিসই বা কিসের জন্য করো ? ইনকামই বা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো ? সেন্টার খোলার জন্য করো নাকি লৌকিক পরিবারের জন্য করো ? যদি এই লক্ষ্য থাকে যে উর্পাজন ঈশ্বরীয় কার্যে লাগানোর জন্য করা, তাহলে লৌকিক কার্য করতে করতেও সেবাই তোমাদের স্মরণে থাকে, তাই না ! আর কার ডিরেকশন অনুযায়ী করো ? যখন বাবার শ্রীমৎ অনুসারে করো, তখন যাঁর শ্রীমৎ তিনিই তো স্মরণে আসবেন, তাই না ? সেইজন্য বাপদাদা বলেন, লৌকিক কার্য করার সময় সদা নিজেকে ট্রাস্টি মনে করো l তোমরা ট্রাস্টিও আর উৎতরাধিকারীও l যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, মন থেকে যদি সর্মপিত হও তো তোমরা উৎতরাধিকারী l উৎতরাধিকারীর র্অথ এই নয় যে তোমরা মধুবনে এসে থাকো, সেবাকেষৎের থেকেও যদি মন থেকে আমিৎবভাব নেই র্অথাৎ সর্মপিত, তখনই তোমরা উৎতরাধিকারী l তাহলে তোমরা কী সারেন্ডার্ড নাকি এখনও র্কমবন্ধনের আন্ডারে ? মন থেকে সর্মপিত হয়ে গেলে সর্মপিত আৎমাদের কোনকিছুই বন্ধন মনে হবে না, কারণ সারেন্ডার হয়ে যাওয়া র্অথাৎ সব বন্ধনও সারেন্ডার করে দেওয়া l যদি মনকে কোনও বন্ধন টানে তো তোমরা অবশ্যই জেনো যে বন্ধন আছে l আর বাকী যা কিছু, যদি আসে আর চলে যায় তো বন্ধন নেই l সুতরাং আমরা অবতার, উপর থেকে এসেছি - এটা সদা স্মৃতিতে রাখো l অবতার আৎমারা কখনো শরীরের হিসেব-নিকেশের বন্ধনে আসবে না, বিদেহী হয়ে কার্য করবে l শরীরের আধার নেয় ঠিকই, কিন্তু শরীরের বন্ধনে বাঁধে না l তোমরা কি এইরকম হয়েছ ? সুতরাং সদা শরীরের বন্ধন থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে অবতার মনে করো l এই বিধিতে যদি চলতে থাকো তাহলে সদা বন্ধনমুকত হবে, স্বাতর্ন্ত্য বজায় রেখে বাবার প্রিয় হয়ে যাবে l

বরদানঃ- "নিজের বিজয় বা সাফল্যকে নিশ্চিত মনে করে সদা নিশ্চিন্ত থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি ভব"

যে বাচ্চারা সদা বাবাতে, নিজের পার্টে এবং ড্রামার প্রতি সেকেন্ডের অ্যাকেট শতকরা একশ' ভাগই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, তাদের বিজয় বা সফলতা নিশ্চিত l বিজয় নিশ্চিত হওয়ার কারণে তারা সদা নিশ্চিত থাকবে l তাদের মুখে চিন্তার কোনও রেখা দেখা যাবে না l তাদের সদার্সবদা নিশ্চয় থাকে যে এই কার্য অথবা এই সঙ্কল্প সফল হয়েই রয়েছে l কখনো কোনো বিষয়ে তাদের কোনরকম কোশ্চেন থাকে না l

স্লোগানঃ- "কিছু শুনে শোনানোর মধ্যে ভাবনা আর ভাবকে বদল করে দেওয়াই বায়ুমন্ডল খারাপ করা l"